কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জ ঙ্গিবাদমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

প্রধা নমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করুন

শিক্ষায়তনে জঙ্গি ঙ্গবাদ রোধে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সাত নির্দেশনা বাস্তবায়নে
সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। পড়ালেখা করতে গিয়ে কারো
কারো জঙ্গি তৎ রতায় জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিও
ধরা পড়ছে। শি ক্ষার রয়েছে বৃহত্তর উদ্দেশ্য। শুধু সনদমুখী শিক্ষা শিক্ষার্থীকে
অপূর্ণাঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলে। সুশিক্ষার সঙ্গে দেশপ্রেম, নীতিবোধ ও পরিবার,
সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বোধের সম্পর্কটি নিবিড়। এ জায়গায় যাদের ত্রুটি
থাকে তাদের সঃ হজেই মাদক, সন্ত্রাস কিংবা জঙ্গিবাদের মতো বিষয়ে আকৃষ্ট
করা যায়। ষড়য ন্ত্রকারীরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটিরই সুযোগ নিচ্ছে।
আমাদের শিক্ষাব্ যবস্থায় অনেক স্ববিরোধী বিষয় রয়েছে। ইংরেজিতে দক্ষ করার
নামে কোমলমতি শিশুদের এমন অনেক কিছুই শেখানো হয়, যা আমাদের
জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য বা কৃষ্টির সঙ্গে মেলে না। ধর্মীয় শিক্ষার নামেও
প্রয়োজনীয় অনে ক জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হয়। জাতীয় সংগীত,
জাতীয় পতাকা একটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এর সঙ্গে দেশপ্রেমের
সম্পর্কটিও অবি চ্ছেদ্য। অথচ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা ওড়ে না,
জাতীয় সংগীত গ াওয়া হয় না। এভাবে আমরা শিশু-কিশোরদের একটি বিশাল
অংশকে দেশপ্রে মর উজ্জীবনী পাঠ ও সুর থেকে দূরে ঠেলে রাখছি। সনদ বা
গ্রেডমুখী হয়ে আ মরা শিক্ষাঙ্গন থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, সাহিত্য
পাঠের মতো কর্ম কাণ্ডও কমিয়ে দিয়েছি। ফলে শিক্ষার্থীর মানবিক ও চারিত্রিক
গুণাবলির বিকাশ হচ্ছে না। মনোবল দৃঢ় হচ্ছে না। এভাবে একজন শিক্ষার্থী
হতাশাগ্রস্ত হওয়া র ফলেও মাদক কিংবা অস্ত্রের মতো ভয়ংকর অ্যাডভেঞ্চারে
জড়িয়ে পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাস া ও ইংরেজি মাধ্যমসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে
মুক্তিযুদ্ধের চেতন া ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন।
শিক্ষার বিভিন্ন ধ ারাকে যত দূর সম্ভব একীভূত করার উদ্যোগ নিতেও তিনি
নির্দেশ দিয়েছেন । কাজটি কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
প্রজন্মের নিরাপত্ত ার স্বার্থে আমাদের তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ আজ সারা বিশ্বের জন্যই হুমকি হয়ে উঠেছে। কিছু মহল
সহজ-সরল তরু ণদের ভুল বুঝিয়ে ভ্রান্ত ধারণায় অন্ধ করে আত্মবিনাশের পথে
ঠেলে দিচ্ছে। তা ই তরুণদের হতে হবে নৈতিকতায় দৃঢ়, দেশপ্রেমে অদম্য,
মানবকল্যাণের ক াজে অদম্য। এখন সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে তরুণদের
আদর্শিকভাবে সু ঠিত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী কর্মকৌশল প্রণয়ন ও তা
বাস্তবায়ন। বর্তমা ন বাস্তবতার নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর সাত দফা নির্দেশনা সর্বাংশে
যুগোপযোগী। এগ ুলো বাস্তবায়ন করা গেলে শিক্ষাঙ্গন শুধু নিরাপদই হবে না,
আমাদের শিক্ষাব্য বস্থায় আসবে আমূল পরিবর্তন, তরুণরা হয়ে উঠবে সমাজ
ও রাষ্ট্রের আদর্শ ক র্ণধার।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ নার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ আদেশ জারি করেছে।
নির্দেশনা বাস্তবায় নের জন্য ২২ আগস্টের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে
মন্ত্রণালয়ের অধি শাখাগুলোকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা,
সংশ্লিষ্ট সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে এবং শিক্ষাঙ্গনগুলো
সত্যিকার অর্থেই ম ানুষ গড়ার কারখানা হয়ে উঠবে।